চুয়াডাঙ্গা আত্মহত্যার প্ররোচনার মামলার অন্যতম আসামি শান্তি গ্রেফতার

চুয়াডাঙ্গা সদর থানাধীন মাখালডাঙ্গা গ্রামের সিদ্দিকুর রহমানের নাবালিকা কন্যা মোছাঃ সুমাইয়া আক্তার(১৪) তার নিজ বসতঘরে গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা চালায়। তাকে উদ্ধার করে গুরুতর আহত অবস্থায় চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য ভর্তি করলে, চিকিৎসাধীন অবস্থায় সুমাইয়া আক্তারের মৃত্যু হয়।

সুমাইয়া আক্তারের আত্মহত্যার ঘটনাটি জানাজানি হলে ঘটনাক্রমে জানা যায় যে ঘটনা রাত্রে সিদ্দিকুর রহমানের বাড়ির পাশে সাধুসঙ্গ ফকিরি গান হচ্ছিল। সিদ্দিকুর রহমানের বন্ধু লোকমান রহমান (৩৫) পিতা- মৃত জামাল গ্রামঃ নওদাপাড়া কুষ্টিয়া ।

সিদ্দিকুর রহমানের মেয়ে উল্লেখিত সময়ে সুমাইয়া আক্তারকে তারই বাড়ির মধ্যে একলা পেয়ে যৌন নির্যাতন করে।। এটা জানাজানি হলে লোকলজ্জা ও সম্ভ্রমহানির প্রত্যক্ষ কারণে এই সুমাইয়া আক্তার আত্মহননের পথ বেছে নেয়।

ঘটনাটি এলাকার আলোচিত ঘটনা হাওয়ায় ভিকটিমের বাদী মোঃ সিদ্দিকুর রহমান উল্লেখিত আসামি লোকমান ও তার গানের দলের সদস্য মোঃ শান্তি (৫০) আসামি করে একটি লিখিত অভিযোগ দাখিল করলে, চুয়াডাঙ্গা সদর থানার নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন ২০০০ এর ৯ক/৩০ রুজু করা হয় ।

মঙ্গলবার মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা এসআই হাসানুজ্জামান ইন্সপেক্টর (অপারেশন) একরামুল হোসেনের নেতৃত্বে চুয়াডাঙ্গা সদর থানা পুলিশের একটি চৌকস টিম গোপন তথ্যের ভিত্তিতে এজাহার নামীয় পলাতক ২ নং আসামী মোঃ শান্তি (৫০),খাদিমপুর আলমডাঙ্গার মৃত ইয়াজউদ্দিন ছেলেকে টাঙ্গাইল জেলার ভূঞাপুর থানাধীন অর্জুনা গ্রাম হইতে গ্রেপ্তার করা করে।

এজাহারনামীয় পলাতক অপর আসামিদের গ্রেপ্তার অভিযান চলছে বলে জানিয়েছেন চুুয়াডাঙ্গা সদর থানার অফিসার ইনচার্জ আবু জিহাদ ফখরুল আলম খান ।

দামুড়হুদায় মামলাকৃত বসত বাড়ি দখলের অভিযোগ

দামুড়হুদা উপজেলার সদর ইউনিয়নের হাতিভাঙ্গা গ্রামের কৃষক মজিবার রহমানের মামলাকৃত জমির বসত বাড়ির জায়গা জোর পূর্বক দখলের অভিযোগ পাওয়া গেছে ।

অভিযোগ সূত্রে সরোজমিনে গিয়ে জানা যায়,দামুড়হুদার সরদের হাতিভাঙ্গা গ্রামের মৃত. রমজান আলীর ছেলে কৃষক মজিবার রহমান র্দীঘ প্রায় ১৬ বছর ধরে ক্রয়কৃত সম্পত্তি ৪ কাঠা জমি বসত বাড়ি তৈরি করে ভোগ দখল করে আসছেন।হঠাৎ বসত বাড়ির জমিতে মোক্তারপুর গ্রামের মৃত. আব্দুলের ছেলে আজিম ও সাইফুল, আবু শামার ছেলে শিলন,মৃত. রবজেলের ছেলে আঃ গফুর, মৃত. মোফাজ্জল গদা,আঃ গফুরের ছেলে জাহাঙ্গীর, মৃত. তাহাজ্জেলের ছেলে বক্কা জোর পূর্বক দখল করতে পায়তারা চালিয়ে যাচ্ছেন। আমরা সে সময় বাধা দিলে আমাদের কে বিভিন্ন হুমকি ধামকি দিয়ে আসছে।

এ বিষয়ে বিজ্ঞ আদালতে মামলা করেছেন কৃষক মজিবর রহমান যা চলমান। চলমান মামলা উপেক্ষা করে ঐ বসতবাড়ি থেকে কৃষক দম্পতির পরিবার কে জোর পূর্বক উচ্ছেদ করে দখলের চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।এ লক্ষ্যে প্রায়ই আজিম গং ঐ বসত বাড়িতে গিয়ে বাড়ি থেকে চলে যাওয়ার হুমকি দিয়ে আসছে।

গত প্রায় ৪দিন আগে দখল ও উচ্ছেদর জন্য জোর পূর্বক কৃষক মজিবর রহমানের বাড়িতে প্রবেশ করে টইলেট ও টিউবওয়েল যাওয়ার প্রবেশ পথ বাঁশের বেড়া দিয়ে বন্ধ করে রেখেছেন।যাতে পরিবরটি পড়েছে সীমাহীন দুর্ভোগে।

ভুক্তভোগী কৃষক মজিবার রহমান জানান, আজিম উদ্দিন গং অন্যায় ভাবে আমার প্রায় ১৬ বছর পূর্বে তৈরি করা ঘর বাড়ি থেকে গায়ের জোরে উচ্ছেদ করার হুমকি দিয়ে আসছিলো।এরই এক পর্যায়ে আমি বাদী হয়ে বিঙ্গ অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট আদালত চুয়াডাঙ্গা বরাবর মামলা দায়ের করি।

পরবর্তীতে বিজ্ঞ আদালত দামুড়হুদা থানার অফিসার ইনচার্জকে শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষা এবং দখল সংক্রান্ত বিষয়ে ইউনিয়ন ভুমি সহকারী কর্মকর্তাকে আদেশ দেন। আদেশ মোতাবেক কাজ করার নির্দেশ পালনের জন্য প্রেরিত পুলিশ সদস্য (তার বক্তব্য মতে) নাম এ এস আই মোসলেম। তিনি আজিম গংদের উস্কানির সূত্রে তাৎক্ষণিক ঘরবাড়ি ভাঙ্গিয়া চলে না গেলে আমাকে গ্রেফতার করার হুমকি দিতে থাকেন।আমার কাগজ পত্র সঠিক নয় মর্মে ধমকাই।

আদালতের নির্দেশ পালনের পরিবর্তে আমাকে জমি হইতে উচ্ছেদের পাইতারা করেন।এরই মধ্যে গত ৩০ শে জুনে আদালতের নির্দেশ পালনের পরিবর্তে পুলিশ প্রশাসন জমির দখল উচ্ছেদের কাজ করার পদক্ষেপ নেওয়ায় তা বন্ধের প্রার্থনার জন্য ডাক বিভাগের মাধ্যমে আবেদন প্রেরণ করি চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসক, জেলা আইনজীবী সমিতির কার্যালায়।

দামুড়হুদা সদর ইউনিয়ন ইউপি সদস্য ইব্রাহীম হোসেন ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে বলেন প্রায় ২৬ বছর ধরে হাতিভাঙ্গা গ্রামের মৃত. রমজান আলীর ছেলে মজিবার বসত বাড়ি তৈরি করে বসবাস করে আসছেন।যে জমিতে বসবাস করে আসছিলো তা তাদের আত্মীয়দের নিকট থেকে কিনেছিলো।এ বিষয়ে থানাতে বসাবসি হয়েছিল বলে জেনেছিলাম।

থানা উভয় পক্ষের ৩ মাস সময় দিয়েছিলেন মিমাংসা করার জন। পরবর্তীতে কি হয়েছে জানিনা। দামুড়হুদা মডেল থানায় এ এস আই মোসলেম উদ্দিনের নিকট হুমকি, ভয় ভীতি ঘর বাড়ি ভেঙে দেখিয়েএ বিষয়ে জানতে চাইলে তিনি বলেন,আমি কাউকে কোন হুমকি দিই নাই। আমি ঘটনাস্থলে গিয়ে ওসি স্যারের পক্ষ থেকে নোটিশ করেছি। আর সে মতে ডেকে নিয়েছি। জমি জাইগার বিষয়ের মামলা নিয়ে প্যারা হবে সেজন্য উভয় পক্ষকে নিয়ে ওসি স্যার নিজেই করেছে।

দামুড়হুদা মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ওসি আব্দুল খালেক বলেন, মজিবার খুবই দুষ্ট প্রকৃতির লোক। সে একজনের কাছে জমি কিনে আর একজনের জমি দখল করে আছে। এবিষয়ে আমি তাদের দু পক্ষ কে থানায় ডেকে একটি আপোষ মিমাংসা করি। মজিবার তা না মেনে পুলিশের নামে মিথ্যা অভিযোগ করে বেড়াচ্ছে। তাকে কোনো ভয় ভিতি দেখানো হয়নি।

কুষ্টিয়ায় লকডাউন অমান্য করায় ৫৭ জনকে অর্থদণ্ড

সপ্তাহব্যাপী ঘোষিত লকডাউনের পঞ্চম দিন সোমবার (৫ জুলাই) সরকারি বিধি-নিষেধ অমান্য করায় কুষ্টিয়ায় ৫৭জনকে অর্থদণ্ড করেছে ভ্রাম্যমাণ আদালত। মঙ্গলবার দিনব্যাপী জেলার ছয়টি উপজেলায় পৃথক পৃথক ভ্রাম্যমাণ আদালতের অভিযানে এই অর্থদণ্ড প্রদান করা হয়।

জানা গেছে, করোনা সংক্রমণ রোধে সারাদেশে ১ জুলাই থেকে ৭ জুলাই এক সপ্তাহ কঠোর লকডাউনের ঘোষণা দেওয়া হয়েছে। লকডাউন কার্যকর করতে সোমবার জেলার সকল উপজেলায় আলাদা আলাদা ভ্রাম্যমাণ আদালতের পাশাপাশি আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর টহল জোরদার করা হয়। কিন্তু সরকারি বিধিনিষেধ উপক্ষো করে দোকান-পাট খোলা, অযথা ঘোরাফেরা ও স্বাস্থ্যবিধি না মানায় পৃথক ভ্রাম্যমাণ আদালত অভিযান চালায়।

অভিযানে স্ব-স্ব উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউএ্নও) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রে, সহকারী কমিশনার (ভুমি) ৬২ টি মামলায় ৪২ হাজার ৩শ টাকা অর্থদণ্ড প্রদান করেন। কুষ্টিয়ার জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ সাইদুল ইসলাম বলেন, দিনব্যাপী অভিয়ান পরিচালনা করে জেলা ছয়টি উপজেলায় ৫৭জনকে সংক্রামক রোগ (প্রতিরোধ, নিয়ন্ত্রণ ও নির্মুল) আইন, ২০১৮ (দন্ডবিধি,১৮৬০) বিধি মোতাবেক ৪২ হাজার ৩শ টাকা জরিমানা আরোপ ও আদায় করা হয়।

তিনি আরও জানান, লকডাউন কার্যকর ও জনসাধারণকে সচেতন করতে সকল উপজেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে উপজেলায় মাইকিং করা হয়েছে। পাশাপাশি ভ্রাম্যমাণ আদালত ও আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরা মাঠে রয়েছে। যারা সরকার ঘোষিত নির্দেশনা অমান্য করবে তাদের বিরুদ্ধেই ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

এদিকে, সীমান্তবর্তী জেলা কুষ্টিয়ায় করোনা সংক্রমণ আশঙ্কাজনক হারে বাড়ছে। কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে গত ২৪ ঘণ্টায় আরও ১৩ জনের মৃত্যু হয়েছে।এছাড়াও গত ২৪ ঘণ্টায় ৮০১ টি নমুনা সংগ্রহ করে আরও ২৩৪ জনের দেহে করোনা শনাক্ত হয়েছে।

চুয়াডাঙ্গার মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের অভিযান গাঁজাসহ আটক -১

চুয়াডাঙ্গার মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের অভিযান পরিচালনা করে দামুড়হুদা উপজেলায় জয়রামপুরে গ্রামে গাঁজাসহ মানিক হোসেন নামের এক মাদক ব্যাবসায়ীকে আটক করা হয়েছে।

মঙ্গলবার বেলা সাড়ে চারটার সময় চুয়াডাঙ্গা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের সদস্যরা দামুড়হুদা উপজেলার জয়রামপুর গ্রামে তার বাড়িতে ১০ গ্রাম গাঁজাসহ তাকে আটক করে। পরে ভ্রাম্যমাণ আদালতে ৩ মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড ও জরিমানা করা হয়। সাজাপ্রাপ্ত মানিক হোসেন (৫০) জয়রামপুর হাজীপাড়ার মৃত মনছের আলীর ছেলে।

ভ্রাম্যমাণ আদালত সুত্রে জানা গেছে, আজ মঙ্গলবার গোপণ সংবাদের ভিত্তিতে বেলা ৪ টার দিকে চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসনের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট হাবিবুর রহমানের নেতৃত্বে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক মো. শরিয়তউল্লাহ, পরিদর্শক আব্দুল্লাহ আল মামুন, উপপরিদর্শক আবুল কালাম আজাদ সঙ্গীয় ফোর্স নিয়ে মানিক হোসেনের বাড়িতে অভিযান চালিয়ে তাকে আটক করে। এসময় মানিকের শিকারোক্তিতে তার ঘরে তল্লাশি চালিয়ে ১০ গ্রাম গাঁজা উদ্ধার করা হয়।

পরে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট হাবিবুর রহমান ভ্রাম্যমাণ আদালতে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মানিক হোসেনকে ৩ মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড ও ২শ’ টাকা জরিমানা করেন। সাজাপ্রাপ্ত মানিক হোসেনকে জেলা কারাগারে পাঠানো হয়েছে।

চুয়াডাঙ্গা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক মো. শরিয়তউল্লাহ জানান, মানিক হোসেন এলাকার একজন চিহ্নিত মাদক ব্যাবসায়ী। এর আগেও তাকে গাঁজা ও ফেনসিডিলসহ আটকের পর সাজা দেয়া হয়েছিল। জেল থেকে বের হয়ে আবার মাদক ব্যাবসা শুরু করে। মঙ্গলবার গোপণ সংবাদের ভিত্তিতে গাঁজাসহ তাকে আটকের পর ভ্রাম্যমাণ আদালতে

সাজা দেয়া হয়েছে।

দর্শনায় ৫ম দিনের লকডাউনে ১৩ জনকে জরিমানা

চুয়াডাঙ্গা জেলার দর্শনায় ৫ম দিনের লকডাউনে কঠোর থেকে কঠোর করতে এবার ম্যাজিস্ট্রেট, পুলিশের পাশাপাশি সেনাবাহিনীর টহল দিতে দেখা গেছে। লকডাউন চলাকালীন আইন অমান্য করায় ও স্বাস্থ্য বিধি না মানার কারনে সোমবার দিন ব্যাপী মোবাইল কোর্টের মাধ্যমে দর্শনায় ৯ টি মামলায় ১৩ জনকে ৯ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে।

সোমবার দুপুর সাড়ে ১২ টার দিকে দর্শনা বাসষ্ট্যান্ড চত্বরে জেলা প্রশাসক নজরুল ইসলাম সরকার বলেন, অন্যান্য জেলার তুলনায় আমাদের সীমান্তবর্তী জেলা চুয়াডাঙ্গাতে ভারতীয় ভেরিয়েন্ট সংক্রমণ সংখ্যা বেশি যার ফলে নিয়মকানুন ও সতর্কতাও বেশি। তবে অন্যান্য জেলাতে যেমন অক্সিজেন সংকট দেখা দিয়েছে আমাদের চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে সেই সমস্যাটা নাই অক্সিজেন পর্যাপ্ত আছে কিন্তু চিকিৎসার জন্য লোকবল কম তবে সেটাও পূরণ করা হবে। সেই সাথে আমাদের সদর হাসপাতালের জন্য আরও ২ টা আইসিইউ বেড সংযোজন করা হবে এবং পিসিআর ল্যাব স্থাপন করা হবে। সেটা যেন দ্রুত হয় সে জন্য আমরা সর্বাত্মক চেষ্টা করছি।

এসময় আরও উপস্থিত ছিলেন, দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী অফিসার দিলারা রহমান, জেলা নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মোঃ তারিক উজ-জামান, সেনাবাহিনীর ৫৫ ডিপের ১৯ রেজিমেন্ট এর ক্যাপ্টেন তোহাসীন, দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) মাহাব্বুর রহমান কাজল, অফিসার ইনচার্জ (অপারেশন) আবু সাইদ, সেকেন্ড অফিসার এস.আই আহম্মেদ বিশ্বাস, পেশকার ইকলাছ হোসেন সহ দর্শনা থানার পুলিশ ফোর্স।

দামুড়হুদা মডেল থানা পুলিশের মাদকবিরোধী অভিযান ভ্রাম্যমাণ আদালতে জেল-জরিমানা

দামুড়হুদা উপজেলায় করোনা সংকটে সব থমকে গেলেও থামেনি মাদকের করাবার, হাত বাড়ালেই মিলছে সব ধরনের মাদকদ্রব্য। সোমবার জেলা পুলিশের মানবিক পুলিশ সুপার জাহিদুল ইসলামের নির্দেশে দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ আব্দুল খালেক নেতৃত্বে থানা পুলিশের একটি চৌকস টিম উপজেলার দামুড়হুদা সদরে চিৎলা গ্রামে মাদক বিরোধী অভিযান পরিচালনা করেন।

অভিযান পরিচালনা কালে তিন যুবক নিজ বসত ঘরে বসে গাঁজা সেবন করার অপরাধে আটক করেন। পরবর্তীতে ঘটনা স্থলে উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট সুদীপ্ত কুমার সিংহ উপস্থিত হয়ে ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করেন।

আদালত পরিচালনা কালে আটক কৃত মাদক সেবন কারী তিন যুবক তাদের অপরাধ স্বীকার করে ক্ষমা চান।

এসময় ভ্রাম্যমাণ আদালতে বিচারক উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) সুদীপ্ত কুমার সিংহ প্রত্যেকে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন ২০১৮ এর ৩৬(৫) ধারায় তিন দিনের জেল ও ১’শ টাকা করে জরিমানা করেন।

সাজা প্রাপ্তরা হলেন, চিৎলা তেঁতুল তলা পাড়ার গোপাল দাসের ছেলে লক্ষ্মণ, আনন্দ দাসের ছেলে রিপন ও বিমল দাসের ছেলে লিটন।আদালত পরিচালনা কালে বাংলাদেশ বর্ডার গার্ডের সদস্যরা সহযোগিতা করেন।

কুষ্টিয়ায় লকডাউন অমান্য করায়

৬২ জনকে অর্থদণ্ড

সপ্তাহব্যাপী ঘোষিত লকডাউনের পঞ্চম দিন গতকাল সোমবার সরকারি বিধি-নিষেধ অমান্য করায় কুষ্টিয়ায় ৬২জনকে অর্থদণ্ড করেছে ভ্রাম্যমাণ আদালত। সোমবার দিনব্যাপী জেলার ছয়টি উপজেলায় পৃথক পৃথক ভ্রাম্যমাণ আদালতের অভিযানে এই অর্থদণ্ড প্রদান করা হয়।

জানা গেছে, করোনা সংক্রমণ রোধে সারাদেশে ১ জুলাই থেকে ৭ জুলাই এক সপ্তাহ কঠোর লকডাউনের ঘোষণা দেওয়া হয়েছে। লকডাউন কার্যকর করতে সোমবার জেলার সকল উপজেলায় আলাদা আলাদা ভ্রাম্যমাণ আদালতের পাশাপাশি আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর টহল জোরদার করা হয়। কিন্তু সরকারি বিধিনিষেধ উপক্ষো করে দোকান-পাট খোলা, অযথা ঘোরাফেরা ও স্বাস্থ্যবিধি না মানায় পৃথক ভ্রাম্যমাণ আদালত অভিযান চালায়।

অভিযানে স্বস্ব উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউএ্নও) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রে, সহকারী কমিশনার (ভুমি) ৬২ টি মামলায় ৪৫ হাজার ৮শ টাকা অর্থদণ্ড প্রদান করেন। কুষ্টিয়ার জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ সাইদুল ইসলাম বলেন লকডাউন কার্যকর ও জনসাধারণকে সচেতন করতে সকল উপজেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে উপজেলায় মাইকিং করা হয়েছে।

পাশাপাশি ভ্রাম্যমাণ আদালত ও আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরা মাঠে রয়েছে। যারা সরকার ঘোষিত নির্দেশনা অমান্য করবে তাদের বিরুদ্ধেই ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

এদিকে, সীমান্তবর্তী জেলা কুষ্টিয়ায় করোনা সংক্রমণ আশঙ্কাজনক হারে বাড়ছে। কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে গত ২৪ ঘণ্টায় আরও ২০ জনের মৃত্যু হয়েছে।এছাড়াও গত ২৪ ঘণ্টায় আরও ২৯২ জনের দেহে করোনা শনাক্ত হয়েছে। এদিকে গত ৭ দিনে কুষ্টিয়ায় ১৪১০ জন করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন। আর এই ৭ দিনে ৬১ জনের মৃত্যু হয়েছে। এ পর্যন্ত ২৫৯ জনের মৃত্যু হয়েছে।

কুষ্টিয়ায় দিনব্যাপী অভিযানে একজনের কারাদণ্ড ও ৮৫ জনকে জরিমানা

করোনা ভাইরাসজনিত রোগ (কোভিড-১৯) বিস্তার রোধকল্পে সমগ্র কুষ্টিয়া জেলায় কঠোর বিধি-নিষেধ (লকডাউন) আরোপ সংক্রান্ত নির্দেশনাসমূহ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট আইনে কুষ্টিয়া জেলা শহর, কুষ্টিয়া পৌরসভাধীন এলাকা ও বিভিন্ন উপজেলাসমূহে মোবাইল কোর্ট অভিযান পরিচালিত হয়েছে।

রবিবার দিনব্যাপী জেলার ৬টি উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও বিজ্ঞ এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটগণ, সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও বিজ্ঞ এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটগণ ও জেলা প্রশাসনের বিজ্ঞ এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটগণের নেতৃত্বে পরিচালিত অভিযানে বিভিন্ন রকম সচেতনতামূলক কার্যক্রম ও মোবাইল কোর্টের মাধ্যমে অর্থদন্ড ও কারাদন্ড প্রদান করা হয়।

দিনব্যাপী অভিযানে মোবাইল কোর্টে ১১ টি অভিযানে ৭৩ টি অভিযানে একজনকে কারাদণ্ড ও ৮৫ জনকে ৬৮ হাজার ৪৮০ টাকা জরিমানা আদায় করা হয়েছে।

দর্শনায় সরকারি নির্দেশনা অমান্য! ৩৪ জন পথচারীকে জরিমানা

চুয়াডাঙ্গার দর্শনায় লকডাউনের চতুর্থ দিনে প্রশাসন কঠোর অবস্থানে রয়েছে। লকডাউন চলাকালীন সময়ে নিয়ম ভঙ্গ করায় ৩৪ জনকে ২৯ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে।

রোববার দিন ব্যাপী উক্ত অভিযান পরিচালিত হয়। অভিযানে একজন

এক্সিকিউট ম্যাজিস্ট্রেট মোঃ তারিকুজ্জামান ও দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) মাহাব্বুর রহমান কাজল, (ওসি তদন্ত) শেখ মাহবুবুর রহমান, সেকেন্ড অফিসার এস.আই আহম্মেদ বিশ্বাস সহ পুলিশ ফোর্স কঠোর ভাবে লকডাউন পালনে মাঠে কাজ করে চলেছেন।

সরকারি নির্দেশনা উপেক্ষা করে দোকান খোলায় দর্শনার বিভিন্ন দোকানে জরিমানা এবং দর্শনার বিভিন্ন স্থানে অপ্রসঙ্গত কারনে বাহিরে বের হওয়া মানুষদের ৩৪ জনকে ২৯ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে। তবে জরিমানার সংখ্যা বাড়তে থাকার কারনে মানুষের বাহিরে বের হওয়ার সংখ্যা কম ছিলো।

তার পরেও অনেকে আবার অনিহা করে বের হওয়াতে প্রশাসনের কঠোর অবস্থানের চিত্র দেখে অনেকটাই বাধ্যগত হয়েছে। বিকালের দিকে দর্শনার বিভিন্ন স্থানে সরেজমিনে ঘুরে দেখা গেছে ঔষধ ফার্মেসী ব্যাতিত সকল দোকান বন্ধ।

প্রশাসনের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে যে, আমরা প্রশাসন কাদের জন্য কঠোর? তাদের জন্য যারা দেশের শত্রু, তাদের জন্য নয়, যারা ভালো মানুষ। জরুরী কোন কারনে বের হতে পারে তবে সেটার সঠিক প্রমান দিতে হবে। অযথা অপ্রসঙ্গত কারনে বাহিরে বের হলেই জরিমানা করা হবে। তাই সকলে সচেতন হোন, সুস্থ্য থাকুন, ভালো থাকুন। এসময় অভিযানে সার্বিক সহযোগীতা করেন, চুয়াডাঙ্গা ডিসি কোর্টের পেশকার ইকলাছ হোসেন ও দর্শনা থানার পুলিশ ফোর্স।

দামুড়হুদায় স্বাস্থ্যবিধি না মানার অপরাধে ভ্রাম্যমান আদালতে জরিমানা

দামুড়হুদা উপজেলা ভ্রাম্যমাণ আদালতের অভিযান পরিচালনা করে জরিমানা আদায় করা হয়েছে। রবিবার সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত সহকারী কমিশনার ভূমি সুদীপ্ত কুমার সিংহ দামুড়হুদা উপজেলা বিভিন্ন স্থানে ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করেন।

ভ্রাম্যমাণ আদালত সূত্রে জানা যায়, মহামারী করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ রোধে চলমান লকডাউন বাস্তবায়নে দামুড়হুদা উপজেলার বিভিন্ন স্থানে,চিৎলা-গেবিন্দহুদা এ ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনা করেন। দামুড়হুদা হতে জয়রামপুর, ডুগডুগি বাজার,লোকনাথপুর, মুক্তারপুর কুশাঘাটা দামুড়হুদা বাসস্ট্যান্ড,দামুড়হুদা থানামোড়,দেওলী মোড়।

এসময় মাস্ক পরিধান না করা, স্বাস্থ্যবিধি না মানায় মাইক্রোবাস অটো সিএনজি মোটরসাইকেল বিভিন্ন দোকানসহ বিভিন্ন অপরাধে ৯ টি মামলায় ১০জন অভিযুক্তকে মেট ৫হাজার ৮’শ টাকা জরিমানা আদায় করেন। আদালত পরিচালনা কাজে সহযোগিতা করেন সশস্ত্র বাহিনী।

ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করা কালে ভ্রাম্যমাণ আদালতে বিচারক সহকারী কমিশনার (ভূমি) সুদীপ্ত কুমার সিংহ বলেন, করোনার দ্বিতীয় ঢেউ প্রতিরোধে সকলকে সচেতনতার সাথে চলাচল করতে হবে, আমাদের পক্ষ্য থেকে জনসাধারণের সর্বত্র সচেতন থাকার জন্য প্রচার অভিযান চালানে হচ্ছে। সকলে বাধ্যতামূলক মাস্ক পরিধান করতে বার বার অনুরোধ করা হচ্ছে, এরপরও অনেকের মাঝে মাস্ক পড়তে উদাসীনতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে।

উপজেলাতে সংক্রমণের হার দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে এ লক্ষ্য আমাদেরকে বেশি বেশি সচেতন হতে হবে, তা না হলে আগামীতে ভয়াবহ আকার ধারণ করতে পারে। বাইরে চলাচলে মাস্ক ব্যবহার বাধ্যতামূলক করতে কঠোর হবে প্রশাসন। সর্বোচ্চ সতর্কতা নিতে হবে। জনস্বার্থে এ অভিযান অব্যাহত থাকবে। অপ্রয়োজনে বাড়ির বাহিরে বের হবেন না। নিজে ও পরিবার সুস্থ রাখতে সরকারের দেওয়া সকল নির্দেশনা মেনে চলুন। লকডাউন বাস্তবায়ন প্রশাসন কে সহযোগিতা করুন।